জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা - জানুয়ারি/০১

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* সাদ্দামের বিচার ও ফাঁসির নিন্দা করলেন জাতিসংঘ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ
* জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনা প্রধান হিসেবে অ্যালিসিয়া বার্সিনার নিয়োগ লাভ
* জরুরি ত্রাণ সমন্বয়ক হিসেবে জন হোলমসের নিয়োগ লাভ
* জাতিসংঘ মহাসচিব হিসেবে বান কি-মুনের দায়িত্ব গ্রহণ; সংকট মোকাবেলায় সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান
* বান চীফ অফ স্টাফ, মুখপাত্রের নাম ঘোষণা করলেন

সাদ্দামের বিচার ও ফাঁসির নিন্দা করলেন জাতিসংঘ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ

৪ জানুয়ারি- সাবেক ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও তার সহযোগীদের বিচারে 'মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতি' রয়েছে বলে উলে-খ করে জাতিসংঘের একজন স্বাধীন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ ইরাক সরকারকে অন্যান্য ফাঁসি কার্যকর বন্ধ করতে এবং দেশটির বিচার ব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ করার আহবান জানান। প্রসঙ্গত, গত শনিবার ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সাদ্দামের মৃত্যদন্ড কার্যকর করা হয়েছে।

বিচার বহির্ভুত, সংক্ষিপ্ত বা স্বেচ্ছাচারী মৃত্যুদন্ড বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র‌্যাপোর্টিয়ার ফিলিপ অ্যালসটন এক বিবৃতিতে বলেন, সাদ্দাম হোসেনের বিচার ও ফাঁসি দুঃখজনকভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি হারানো সুযোগ। আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় অপরাধীদের একজন সাদ্দামের বিচারের ক্ষেত্রেও ন্যায় বিচার সম্ভব ছিল।

সুদুর প্রসারী সংস্কারের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, এখনই মৌলিক অনেকগুলো পদক্ষেপ নিতে হবে, যেমন, অন্যান্য মচত্যদন্ডহ্রাস করে যাবজ্জীবন বা দীর্ঘ মেয়াদি দন্ড প্রদান করা, যে কোনো কারণে বিচারক অপসারণে সরকারের ক্ষমতা বিলোপ করা, এবং আপিলের অধিকার সুনিশ্চিত করতে চূড়ান্ত বিচার ও মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার মধ্যে ৩০ দিনের সময়সীমা সংশোধন করা।

নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক জনাব অ্যালসটন তিনটি বড় ত্রুটির কথা উলে-খ করেন। প্রথমত, বিচারে অনেক অনিয়ম হয়েছে, যার ফলে সাদ্দামকে ন্যায্য শুনানি থেকে বঞ্চিত করা হয়।

দ্বিতীয়ত, স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদীত হয়ে সরকার তড়িঘড়ি করে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেছে। অর্থবহ আপিলের কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি এবং শাস্তি পর্যালোচনার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, সবশেষে যে অবমাননাকর পন্থায় মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে তা স্পষ্টত মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন। কাউকেই নির্মম, অমানবিক বা অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা যাবে না-এই অধিকারও লঙ্ঘিত হয়েছে যখন জল-াদরা সাদ্দামকে ব্যঙ্গ করে এবং এই বীভৎস দৃশ্য ভিডিও করে সারাবিশ্বে দেখানো হয়।

এ ধরনের ঘটনায় প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবণতা স্বীকার করে তিনি সতর্ক করে দেন, এ জাতীয় প্রবণতা অনুমোদনের অর্থ হল ইরাকে আইনের শাসন অবজ্ঞা অব্যাহত রাখার অনুমতি প্রদান, যেমনটি হয়েছিল সাদ্দামের নিজের সময়।

তিনি বলেন, বর্তমান ইরাক সরকার যদি সাদ্দাম আমলের পুর্ব নির্ধারিত ও স্বেচ্ছাচারী বিচার অবসানের ব্যাপারে আন্তরিক হয়, তাহলে এখনই কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হবে সাদ্দামের দুই সহযোগী বার্জান ইবরাহীম আল হাসান ও আওয়াদ হামাদ

আল বন্দরকে কথিত আসন্ন ফাঁসি কার্যকর স্থগিত করা।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার লুইস আরবারও গতকার এরূপ আহবান জানিয়েছিলেন।

জনাব আলসটন জোর দিয়ে বলেন যে, বিচারে মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। রায় চ্যালেঞ্জ করার বিবাদীর আইনগত অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে। কমপক্ষে ২৩ জন মামলার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি আদালতে পাঠ করে শোনানো হয়, কিন্তু বিবাদীদের তাদেরকে প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ প্রদান করা হয়নি। বিচারে অসংগতির উদাহরণ হিসেবে তিনি তিনজন বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর হত্যার কথা উলে-খ করেন।

তিনি বলেন, কারো দোষী সাব্যস্ত হওয়া ও দন্ড উচ্চ আদালত কর্তৃক পর্যালোচনার অধিকারও দৃশ্যত আনুষ্ঠানিকভাবে মানা হয়েছে, যেখানে মাত্র একমাসেরও কম সময়ে সকল জটিল বিষয়াদির মীমাংসা করে ফেলা হয়। এই তড়িঘড়ি আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায্য প্রক্রিয়াকে উপহাস করেছে। পুরো প্রক্রিয়াই পুর্ব নির্ধারিত নকশানুযায়ী মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার বিষয়টি স্পষ্ট করে, ন্যায় বিচার লাভের অঙ্গীকার এতে পাওয়া যায়নি।

বিশেষ র‌্যাপোর্টিয়ার হলেন বেতন বিহীন স্বাধীন বিশেষজ্ঞ, যারা জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে রিপোর্ট করেন।

জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনা প্রধান হিসেবে অ্যালিসিয়া বার্সিনার নিয়োগ লাভ

৩ জানুয়ারি- মহাসচিব বান কি-মুন জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান হিসেবে অ্যালিসিয়া বার্সিনা ইবারাকে নিয়োগদান করেছেন। তিনি আস্থা প্রকাশ করে বলেন, মেক্সিকোর নাগরিক বার্সিনার জাতিসংঘের ভেতর ও বাইরে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে, ফলে তিনি সংস্থাকে শক্তিশালী করার তার প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে পারবেন।

মিজ বার্সিনা জনাব বানের নতুন নির্দেশনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন। ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন মহাসচিব 'পরিবর্তনের সাথে সাথে পুর্ব ধারা অব্যাহত রাখার' অঙ্গীকার করেন এবং সংস্থার রূপান্তর কাজকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেন।

মিজ বার্সিনা সম্পর্কে মুখপাত্র মিশেল মন্টাস বলেন, মহাসচিব তার নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার প্রশংসা করেন এবং আস্থাবান যে জাতিসংঘকে শক্তিশালী ও পুনরুজ্জীবিত করতে তার লক্ষ্য ও দর্শনের সাথে মিজ বার্সিনা অভিন্ন মতপোষণ করেন।

মিজ বার্সিনা ২০০৫ সাল থেকে চিফ ডি ক্যাবিনেট হিসেবে প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনানের অধীনে কাজ করেন। তিনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রশাসনে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সচিবালয়ে যোগদানের পুর্বে তিনি ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান বিষয়ক জাতিসংঘ অর্থনৈতিক কমিশনের (ইসিএলএসি) উপ-নির্বাহী সচিব ছিলেন। ২০০৩ সালে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইসিএলএসি'র পরিবেশ ও মানব বসতি বিভাগের প্রধান হিসেবেও তিনি চার বছর কাজ করেন।

টেকসই উন্নয়ন ক্ষেত্রে তার রয়েছে ব্যাপক নীতিগত অভিজ্ঞতা। তিনি ছিলেন কোস্টারিকার আর্থ কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে(ইউএনসিইডি) অর্জিত ফলাফলে ফলোআপ পরিবিক্ষণের জন্য আর্থ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মিজ বার্সিনা জাতীয় মৎস্য ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এবং মেক্সিকো সরকারের পরিবেশ বিষয়ক উপ-মন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেন।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ক্রিস্টোফার বার্নহামের উত্তরাধীকার হলেন, যিনি ২০০৬ সালের মধ্য নভেম্বরে পদ ছাড়েন।

জনাব বানের নতুন ক্যাবিনেট গঠনের অংশ হিসেবে এ ঘোষণা আসে। তিনি শীর্ষ পদগুলোতে নাম ঘোষণা করছেন, যার মধ্যে আছে জন

হোলমস, একজন অভিজ্ঞ ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ। তিনি আজ জাতিসংঘ জরুরি ত্রাণ সমন্বয়ক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

জরুরি ত্রাণ সমন্বয়ক হিসেবে জন হোলমসের নিয়োগ লাভ

৩ জানুয়ারি– মহাসচিব বান কি-মুন আজ মানবিক বিষয়াবলি ও জরুরি ত্রাণ সমন্বয় সংক্রান্ত নতুন জাতিসংঘ অধঃস্তন মহাসচিব হিসেবে অভিজ্ঞ ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ জন হোলমসকে নিয়োগ দান করেছেন।

নিয়োগ ঘোষণা করে জাতিসংঘ মুখপাত্র মিশেল মন্টাস সাংবাদিকদের বলেন, জনাব হোলমস তার কূটনৈতিক জীবনে কৌশলগত দর্শন, সংকট ব্যবস্থাপনা ও বহুপক্ষীয় আলোচনা ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের পরিচয় দিয়েছেন।

৫৫ বছর বয়স্ক এই কূটনীতিবিদ, যিনি ১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্যের বিদেশ ও কমনওয়েলথ অফিসে চাকুরিতে যোগদান করেন। ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে ফ্রান্সে তার দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৫ সালে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের ব্রিটিশ মিশনে কাজ করেন এবং মস্কো, নয়াদিলি- ও লিসবনসহ অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৫ সালে তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের ব্যক্তিগত সচিব (বৈদেশিক বিষয়াবলি) ও কূটনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন এবং ১৯৯৭-১৯৯৯ মেয়াদে তিনি মুখ্য ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে টনি বে-য়ারের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন।

মিজ মন্টাস বলেন, মহাসচিব আশাবাদী যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তার নেতৃত্ব ও দক্ষতা থেকে উপকৃত হবে।

জনাব হোলমস নরওয়ের জ্যান এগিল্যান্ডের স্থলাভিষিক্ত হলেন, যিনি জাতিসংঘের সবচেয়ে জেষ্ঠ্য মানবিক কর্মকর্তা রূপে তিন বছরের অধিক কাজ করার পর গত মাসে পদত্যাগ করেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব হিসেবে বান কি-মুনের দায়িত্ব গ্রহণ; সংকট মোকাবেলায় সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান

২ জানুয়ারি– স্টাফদের অভিনন্দনসূচক করতালি ও অনার গার্ডের মধ্য দিয়ে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বান কি-মুন আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ মহাসচিব হিসেবে আজ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুদানের দারফুরে সংঘাত থেকে, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসুচিসহ সকল আন্তর্জাতিক সংকট সমাধানে তিনি সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান।

১ জানুয়ারি নতুন বছরের শুরুতে জনাব বান জাতিসংঘের অষ্টম মহাসচিব হিসেবে কফি আনানের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। নিউ ইয়র্কের ইস্ট রিভারের তীরে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ঐতিহাসিক ভবনে প্রবেশ করার সময় তার মুখ ছিল হাস্যোজ্জ্বল। সেখানে তিনি জাতিসংঘের যেসব কর্মকর্তা দায়িত্বপালনকালে প্রাণোৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তিনি তাকে ঘিরে ধরা সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি এসব উষ্ণ অভ্যর্থনায় বাকহারা হয়ে পড়েছি। তিনি আরো বলেন, আজকের সকালে আপনাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে সকল চ্যালেঞ্জ ও ইস্যুর মোকাবেলায় ও সারাবিশ্বের মানুষের মনে আশার সঞ্চার করতে জাতিসংঘ অত্যন্ত সক্রিয় ভুমিকা পালন করছে।

তিনি আরও বলেন, জাতিসংঘ মহাসচিব হিসেবে অনেক প্রত্যাশা, আশা ও অঙ্গীকার নিয়ে আমি কাজ শুরু করছি এবং আমার আপনাদের দৃঢ় সমর্থন প্রয়োজন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপুর্ণ সময়ে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। যখন দারফুর থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য, ইরান, ইরাক, উত্তরকোরিয়া ও আরো অনেক সংকটে আমাদের পৃথিবী জর্জরিত। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এসব ইস্যু সম্মিলিতভাবে সমাধান করা প্রয়োজন।

এক প্রশ্নের জবাবে জনাব বান বলেন, তিনি অতি শীঘ্রই দারফুরের সংকট সমাধানের প্রতি মনোযোগ দেবেন।

সুদানের সরকারি বাহিনী, সহযোগী মিলিশিয়া ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে যুদ্ধরত বিদ্রোহীদের মধ্যকার তিন বছরেরও অধিক সময় ধরে চলা সংঘাতে প্রায় ২ লক্ষেরও অধিক মানুষ নিহত হয় এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছে।

উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসূচি সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তিনি তার পুর্ববর্তী পদে ব্যক্তিগতভাবে সমস্যার সাথে ঘনিষ্ঠরূপে সংশি-ষ্ট ছিলেন এবং একজন মহাসচিব হিসেবে তিনি প্রথমেই চেষ্টা করবেন যাতে এ সমস্যার সমাধানে দুই কোরিয়া, চীন, জাপান, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ছয়পক্ষীয় আলোচনায় অগ্রগতি অর্জিত হয়।

প্রাক্তন ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসি সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মৃত্যুদন্ডের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশ তার নিজস্ব বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

তিনি বলেন, সাদ্দাম হোসেন ইরাকি জনগণের ওপর বর্বর ও অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছেন। তাদের নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের কথা আমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের মৃত্যুদন্ডের শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে।

একজন মহাসচিব হিসেবে আমি আইনের ফাঁক গলে বের হয়ে যাবার বিপক্ষে যেমন আমার দৃঢ় অবস্থান তেমনি আমি আশা করি আন্ত র্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্যরা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে। আমার সমস্ত কার্যকালে আমি আইনের শাসনকে শক্তিশালী করতে সদস্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

বান চীফ অফ স্টাফ, মুখপাত্রের নাম ঘোষণা করলেন

৩১ ডিসেম্বর– জাতিসংঘের অষ্টম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বান কি-মুন তার দলের দু'জন গুরুত্বপুর্ণ সদস্যের নাম ঘোষণা করেন। তিনি ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাকে চিফ ডি কেবিনেট এবং হাইতির একজন পুরষ্কার প্রাপ্ত সাংবাদিককে তার মুখপাত্র হিসেবে নির্বাচিত করেন। তিনি 'পরিবর্তনের সাথে সাথে পুর্ব ধারা অব্যাহত" রাখার ঘোষণাও দেন।

রাষ্ট্রদুত বিজয় নাম্বিয়ার আগামীকাল থেকে তার দায়িত্বপালন করবেন। জাতিসংঘের ভেতরে ও বাইরে কুটনীতিক হিসেবে তার রয়েছে বহুবছরের অভিজ্ঞতা। অতি সম্প্রতি তিনি জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনানের বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, যার কার্যকাল আজ সমাপ্ত হল।

মিশেল মন্টাসেরও জাতিসংঘে ও এর বাইরে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। হাইতিতে তিনি একজন পুরষ্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন এবং সম্প্রতি তিনি জাতিসংঘের ফরাসি রেডিও সার্ভিসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব বান এক বিবৃতিতে বলেন, আজকের নিয়োগদানের ঘটনা আমার দল গঠনের ক্ষেত্রে মুলভিত্তি হিসেবে কাজ করবে এবং পরিবর্তন অব্যাহত রাখতে সচিবালয়ের সংস্কার কর্মসুচিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পরবর্তী দিনগুলোতে তিনি তার দলের আরো সদস্যদের নাম ঘোষণা করবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

জনাব নাম্বিয়ার জনাব আনানের সময় তার কার্যকালে বেশ কিছু স্পর্শকাতর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর মধ্যে রয়েছে ইসরাইল ও হিজবুল-হর মধ্যকার যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণ।

মার্চে জনাব আনানের দলে যোগদানের পুর্বে জনাব নাম্বিয়ার ভারত সরকারের উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল সচিবালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মে ২০০২ থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত তিনি জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউ ইয়র্কে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরও আগে ভারতীয় রাষ্ট্রদুত হিসেবে তিনি পাকিস্তান (২০০০-২০০১), চীন (১৯৯৬-২০০০), মালয়েশিয়া(১৯৯৩-১৯৯৬), এবং আফগানিস্ত ানে (১৯৯০-১৯৯২) সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত আলজেরিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদুত হিসেবে দায়িত্ব

পালন করেন।

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার পেশাগত ক্যারিয়ারে এই ৬৩ বছর বয়সী কূটনীতিক ১৯৭০ ও ৮০'র দশকে বেইজিং, বুলগেরিয়া ও নিউ ইয়র্কে অসংখ্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কাজের দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব নাম্বিয়ার ১৯৬৭ সালে ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগে যোগদান করেন এবং তার কূটনৈতিক জীবনের প্রথম বছরগুলো হংকং ও বেইজিংয়ে চীনা ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনে ব্যয় করেন। তিনি ১৯৭০ এর মাঝামাঝি যুগোশ-াভিয়ার বেলগ্রেডে দায়িত্বপালন করেন।

নাম ঘোষণার পর জাতিসংঘের ভাবি মহাসচিব বলেন, আমি বহু দিন ধরে জনাব নাম্বিয়ারকে চিনি এবং আমাদের পরস্পরের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।

মিশেল মন্টাস, হাইতির একজন পুরস্কার প্রাপ্ত সাংবাদিক ও জাতিসংঘ রেডিওর ফরাসি ইউনিটের বর্তমান প্রধান, ২০০৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সভাপতির মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

একই সময়ে সেন্ট লুসিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলিয়ান রবার্ট হান্ট পরিষদের সভাপতিত্ব করেন এবং মিজ মন্টাসকে মানব ক্লোনিং বন্ধের ওপর প্রস্তাবিত চুক্তি এবং ইসরাইলের পৃথকীকরণ বেষ্টনী নির্মাণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালতের (আইসিজে) রায়ের ওপর পরিষদের জরুরি অধিবেশনসহ বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন।

** ** **